Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Falgun 02, 1432 Bangla, February 15, 2026, Sunday, No. 46, 56th year

H I G H L I G H T S

BNP Chairman Tarique Rahman, addressing a post-election press conference, has said law & order must be kept normal at any cost and that no form of violence, retaliation & provocative activities will be tolerated. (BBC: 03 & DW: 14)

Stating that justice will be the guiding principle of his future govt in ensuring the rule of law, Tarique Rahman has sought cooperation from all political parties & forces in building a safe & humane Bangladesh. (BBC: 03 & DW: 14)

Tarique Rahman also has commented that the foreign policy will be decided to prioritise the interests of Bangladesh and the Bangladeshi people. (BBC: 04)

Chief Adviser Dr Muhammad Yunus has extended warm congratulations to BNP Chairman Tarique Rahman on securing an overwhelming majority in the 13th National Elections. (BBC: 03)

The oath-taking ceremony of the newly elected members of parliament & the cabinet members of the new govt is likely to take place within February 16 and 17-- said Chief Adviser's Press Secretary Shafiqul Alam. (DW: 15)

The UN has congratulated Bangladesh on holding its national elections & referendum and reiterated its commitment to continue supporting BD in its efforts to build a peaceful & prosperous future. (BBC: 04)

Jamaat-e-Islami Ameer Dr Shafiqur Rahman has said his party will act as a vigilant, principled and peaceful opposition, recognizing the overall results of the elections. (BBC: 06)

Bangladesh Jamaat-e-Islami Ameer has demanded a neutral and fair investigation into the incidents of violence against people of different political views after the elections. (BBC: 04)

Chief Observer of EU Election Observation Mission to Bangladesh Ivars Ijabs has described the national election as 'credible, hugely & genuinely competitive' but observed that there was lack of proper women's representation. (DW: 14)

At least two people have been killed and three others injured in a crude bomb explosion in Chapainawabganj. (BBC: 07)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ফাল্গুন ০২, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২৬, রবিবার, নং- ৪৬, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

নির্বাচন-পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, যেকোনো মূল্যে আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে হবে এবং কোনো ধরনের সহিংসতা, প্রতিশোধমূলক ও উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড বরদাস্ত করা হবে না। (বিবিসি: ০৩ ও ডয়েচে ভেলে: ১৪)

আইনের শাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারই হবে তার ভবিষ্যৎ সরকারের পথপ্রদর্শক নীতি উল্লেখ করে তারেক রহমান একটি 'নিরাপদ ও মানবিক বাংলাদেশ' গড়ে তোলার জন্য সকল রাজনৈতিক দল ও বাহিনীর সহযোগিতা কামনা করেছেন। (বিবিসি: ০৩ ও ডয়েচে ভেলে: ১৪)

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ সামনে রেখেই দেশের পররাষ্ট্রনীতি ঠিক হবে বলেও মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। (বিবিসি: ০৪)

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। (বিবিসি: ০৩)

নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিপরিষদের শপথ ১৬ বা ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। (ডয়েচে ভেলে: ১৫)

নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে জাতিসংঘ । (বিবিসি: ০৪)

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সামগ্রিক ফলাফলকে স্বীকৃতি দিয়ে নীতিবান ও শান্তিপূর্ণ বিরোধী দল হিসেবে কাজ করার কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। (বিবিসি: ০৬)

নির্বাচনের পর ভিন্ন রাজনৈতিক মতের মানুষের ওপর সহিংসতার অভিযোগ তুলে এসব ঘটনার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির। (বিবিসি: ০৪)

জাতীয় সংসদ নির্বাচন 'সত্যিকার অর্থেই দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে নির্বাচন হয়েছে' বলে মন্তব্য করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান ইভার্স ইজাবস। তবে সার্বিক প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা। (ডয়েচে ভেলে: ১৪)

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বোমা বানানোর সময় বিস্ফোরণে দুইজন নিহত এবং তিনজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। (বিবিসি: ০৭)

বিবিসি

তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বার্তা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার সকালে দেওয়া ওই বার্তায়, দেশকে একটি স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে তারেক রহমান ভূমিকা রাখবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রধান উপদেষ্টা। এছাড়া, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা এবং গঠনমূলক ভূমিকার জন্যও বিএনপি চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানান তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে, নারী অংশগ্রহণ কম : ইইউ পর্যবেক্ষক দল

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংবদ নির্বাচনকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন ভূমিকা রেখেছে বলেও মনে করে তারা। শনিবার সকালে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন নিয়ে নিজেদের প্রাথমিক প্রতিবেদন গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রতিনিধিরা। এই নির্বাচনের মধ্যদিয়ে নাগরিকের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নতুন ধাপে পা দিয়েছে বলেও মনে করে ইইউ পর্যবেক্ষক দল। যদিও বাংলাদেশের মোট ভোটার বিবেচনায় নির্বাচনে নারী প্রার্থী এবং সার্বিক প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা। "মাত্র চার শতাংশ নারী প্রার্থী, নারীদের অংশগ্রহণে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বিপরীত," বলে মন্তব্য করেন ইইউ প্রতিনিধি দলের প্রধান পর্যবেক্ষক আইভারস আইজ্যাবস। এছাড়া, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তা এবং ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে আরও সচেষ্ট এবং আন্তরিক হওয়ার কথাও বলেন তিনি। কিছু নির্বাচনকেন্দ্রীক সংঘাত হলেও, সামগ্রিকভাবে নির্বাচনের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ ছিল বলেই মনে করেন ইইউ প্রতিনিধি দলের প্রধান টমাস জেডেচোভস্কি। তিনি জানান, নির্বাচন পরবর্তী পরিবেশও পর্যবেক্ষণ করছে ইইউ। দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ এবং ভবিষ্যতে করণীয় পরামর্শ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। নতুন সরকার সব নাগরিকের নিরাপত্তা এবং অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করবে বলেও আশা ইইউ পর্যবেক্ষক দলের। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়টি ভবিষ্যতে অবশ্যই নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ না থাকা এবং অংশগ্রহণমূলক হওয়া না হওয়া নিয়ে আলোচনা বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে এখানে এসেছি। এই সফরে এটাই আমাদের মূল অ্যাজেন্ডা ছিল।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

ভঙ্গুর অর্থনীতি, দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা, প্রতিশোধ-প্রতিহিংসাসহ যে-সব চ্যালেঞ্জের কথা বললেন তারেক

সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ের পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। "ফ্যাসিবাদের রেখে যাওয়া ভঙ্গুর অর্থনীতি, অকার্যকর করে দেওয়া সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি- এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি," বলেন তিনি। নির্বাচনের পর উসকানি দেওয়া হচ্ছে- এমন দাবি করে বিএনপি নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, এ জন্য শত উসকানির মুখেও আমি সারা দেশে বিএনপির সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের শান্ত এবং সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। কোনো অপশক্তি যাতে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর সুযোগ নিতে না পারে।" কোনো রকমের বেআইনি কর্মকাণ্ড 'বরদাস্ত করা হবে না' উল্লেখ করে মি. রহমান বলেন, "দলমত, ধর্ম-বর্ণ কিংবা ভিন্নমত যাই হোক, কোনো অজুহাতেই দুর্বলের উপর সবলের আক্রমণ মেনে নেওয়া হবে না।" দলের আন্তঃকোন্দলের বিষয়টিও ইঙ্গিত করেন তিনি। তিনি বলেন, "নির্বাচনে একে অপরের বিরুদ্ধে কিংবা একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে নির্বাচনের মাঠে হয়ত কোথাও কোথাও নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। তবে এ ধরনের বিরোধ যেন প্রতিশোধ প্রতিহিংসায় রূপ না নেয়, সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাই।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

পথ ও মত ভিন্ন হতে পারে, ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ : তারেক রহমান

এবার নির্বাচনে ৫১টি রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছিল উল্লেখ করে তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দলগুলোর 'পথ ও মত ভিন্ন হতে পারে', কিন্তু দেশের স্বার্থে সবার 'ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ' বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। "নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানাই, দেশ গঠনে আপনাদের চিন্তা-ভাবনাও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পথ এবং মত ভিন্ন থাকতে পারে, কিন্তু দেশের স্বার্থে আমরা সবাই এক। আমি বিশ্বাস করি, জাতীয় ঐক্য আমাদের শক্তি, বিভাজন আমাদের দুর্বলতা।" শনিবার দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে বিএনপির নির্বাচন পরবর্তী প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন বিএনপি চেয়ারম্যান। এ সময় তিনি 'অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ' নির্বাচনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান এবং যে-কোনো মূল্যে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দলীয় নেতা-কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন। নির্বাচনের আগে

দেওয়া প্রতিটি অঙ্গীকার পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে বলেও জানান তারেক রহমান। তিনি বলেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে। আইনের প্রয়োগ হবে ন্যায়ের ভিত্তিতে। নির্বাচনের পরে 'শত উসকানির মুখেও' সারা দেশে বিএনপি নেতা-কর্মীদের শান্ত ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান মি. রহমান। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "এই নির্বাচনে উদারপন্থি গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে।" "ফ্যাসিবাদের রেখে যাওয়া ভঙ্গুর অর্থনীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে সরকার যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে," বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

পররাষ্ট্রনীতি ঠিক হবে বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ সামনে রেখে : তারেক রহমান

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ সামনে রেখেই দেশের পররাষ্ট্রনীতি ঠিক হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে বিএনপির নির্বাচন পরবর্তী প্রেস ব্রিফিংয়ে একথা বলেন তিনি। বিদেশি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মি. রহমান বলেন, "দেশের মানুষের স্বার্থই সব থেকে আগে, তাদের স্বার্থের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রেখেই পররাষ্ট্র নীতি ঠিক করবো আমরা।" এসময় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, "কোনো একক দেশের প্রতি আনুগত্য নয়- পারস্পরিক সম্মান, সমতা এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ঠিক হবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচনের পর সহিংসতার অভিযোগ, সুষ্ঠু তদন্ত চাইলেন জামায়াত আমীর

নির্বাচনের পর ভিন্ন রাজনৈতিক মতের মানুষের ওপর সহিংসতার অভিযোগ তুলে এসব ঘটনার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। শনিবার দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া একটি পোস্টে সবার জন্য সমান সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক পরিচয়, নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান জানান মি. রহমান। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে দলটির নির্বাচিত সংসদ সদস্য, প্রার্থী এবং স্থানীয় নেতাদের আহ্বান জানান তিনি। ছবি, ভিডিওসহ সব তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে জমা দেওয়ার কথাও বলেন জামায়াত আমীর।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচন ও গণভোটের জন্য বাংলাদেশকে অভিনন্দন জাতিসংঘের

নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছে জাতিসংঘ। শনিবার জাতিসংঘ এক বার্তায় এই অভিনন্দন জানায় এবং শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। বার্তায় উল্লেখ করা হয়, জাতিসংঘ মহাসচিব সকল রাজনৈতিক অংশীজনকে আহ্বান জানিয়েছেন, এই গতি ধরে রেখে জাতীয় সংহতি জোরদার করতে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে, সবার মানবাধিকার পূর্ণভাবে নিশ্চিত করতে এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে। জাতিসংঘ আরও উল্লেখ করে, দেশ যখন রূপান্তরের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই সংস্কার কার্যক্রম অনুসরণ করছে, তখন সেই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সংস্থাটি। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক শুক্রবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বলেন, তিনি সকল রাজনৈতিক অংশীজনকে আহ্বান জানিয়েছেন, এই গতি ধরে রেখে জাতীয় সংহতি জোরদার করতে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

তারেক রহমানের প্রতি উষ্ণতা দেখাতে ভারতের এক যুগ লেগে গেল যে কারণে

বাংলাদেশে বিগত চারটি নির্বাচনে ফল প্রকাশের পরই প্রথম যে বিশ্বনেতা বিজয়ী দলকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দন জানিয়ে এসেছেন, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মনমোহন সিং বা নরেন্দ্র মোদী, যিনিই দিল্লির ক্ষমতায় থাকুন, এ 'নিয়মে' কখনও ব্যতিক্রম হয়নি। সবশেষ ১৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকালেও ঠিক সেই রেওয়াজেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল, যদিও বাংলাদেশে ভাবী প্রধানমন্ত্রীর নাম এবারে বদলে গেছে এবং একটানা চারটি নির্বাচনে জেতার পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ এই ভোটে লড়াইয়ের সুযোগই পায়নি। এই প্রেক্ষাপটেই শুক্রবার ভারতে সকাল ৯টা বাজার ঠিক পরপরই প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে 'সংসদীয় নির্বাচনে বিএনপির নির্ণায়ক জয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য' তারেক রহমানকে 'উষ্ণ অভিনন্দন' জানালেন। তিনি আরও লিখলেন, 'এই জয় দেখিয়ে দিল বাংলাদেশের মানুষ আপনার নেতৃত্বে আস্থা রেখেছে।' আধা ঘণ্টা খানেক পর তিনি একই জিনিস পোস্ট করলেন বাংলা ভাষাতেও, যাতে বাংলাদেশেও আরো বেশি মানুষের কাছে সে বার্তা পৌঁছে যেতে পারে। সেখানেই শেষ নয়, তিনি এরপর সরাসরি ফোনও করেন তারেক রহমানকে। যে তারেক রহমানের প্রতি ভারত অতীতে রীতিমতো শীতল মনোভাব দেখিয়েছে এবং তার সৌজন্যমূলক পদক্ষেপেও পাল্টা সাড়া দেয়নি, সেই একই রাজনীতিবিদের প্রতি এ আচরণকে রীতিমতো 'ডিপ্লোম্যাটিক ইউ-টার্ন' বলেই বর্ণনা করা যায়।

ভারতে পর্যবেক্ষকরা সবাই এক বাক্যে মেনে নিচ্ছেন, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় একটি শক্তিশালী বিএনপি সরকারই ভারতের জন্য এই মুহূর্তে সেরা বাজি, সেই উপলব্ধি থেকেই ভারতের এই পদক্ষেপ। সেই সঙ্গে তারা

এটাও বলছেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলেই এই ঘনিষ্ঠতা দানা বাঁধছে, এটাও আন্দাজ করা মোটেই কঠিন নয় বলে পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন। অতীতে বিএনপি সরকারগুলোর আমলে দিল্লির সঙ্গে সম্পর্কে যতই ওঠাপড়া থাকুক, ভারত যে আপাতত সে সব পুরোনো বিষয় মনে না রেখে সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে আগ্রহী, এখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর বার্তায় সে কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে। তবে বাংলাদেশে নতুন সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত যে বিভিন্ন ইস্যু ধরে ধরে আলাদা অবস্থান নিতে চায়, দিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল গতকালই (বৃহস্পতিবার) সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভারতের শাসক দল বিজেপির পক্ষ থেকে যেমন বলা হচ্ছে, ঢাকায় যে দলের সরকারই ক্ষমতায় আসুক, সে দেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন-অত্যাচার বন্ধ না হলে সেই সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুতেই সহজ হতে পারে না। তবে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের অবসানে একটি নতুন, নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারের আগমনকে ভারত যে স্বাগত জানাচ্ছে ও তাদের প্রতি ইতিবাচক বার্তা পাঠাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মোদীকে তারেকের প্রীতি উপহার এবং অতঃপর

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি যখন প্রথমবার নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ভারতের ক্ষমতায় এলো, বিএনপির 'ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান' তারেক রহমান তখন লন্ডনে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক যেহেতু ছিল ঐতিহাসিক, সেই কংগ্রেসের এক দশকব্যাপী শাসনের অবসানের পর বিজেপি যখন ভারতের ক্ষমতায় আসে, তখন বিজেপির সঙ্গে বাংলাদেশের বিএনপির একটা স্বাভাবিক সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে বলে সে সময় তারেক রহমান ধারণা করেছিলেন। মি. রহমানের ঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্র তখন তা এমন ধারণার কথা জানিয়েছিল। বিজেপির নতুন সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টাতেই প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তখন তারেক রহমানের পক্ষ থেকে একটি প্রীতি উপহারও পাঠানো হয়েছিল। দিল্লিতে সেটি পৌঁছে দিয়েছিলেন বিজেপির বৈদেশিক বিভাগের তখনকার নেতা, বিজয় জলি। পাঠানো হয়েছিল আরও নানা ধরনের 'ফিলার' ... কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, ভারত কিন্তু তখন তার পাল্টা সৌজন্য দেখায়নি কিংবা দেখাতে পারেনি। দিল্লিতে পর্যবেক্ষকরা অনেকে ধারণা করেন, ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোই তারেক রহমানের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি না করতে সরকারকে সে সময় পরামর্শ দিয়েছিল। ঢাকায় ভারতের সাবেক হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী আবার বলছেন, "প্রধানমন্ত্রী হাসিনা বিএনপির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর ছিলেন। তার সেনসিটিভিটিও একটা খুব বড়ো কারণ যে, এই যোগাযোগটা সেভাবে হয়ে ওঠেনি।"

বিএনপির সর্বোচ্চ নেত্রী খালেদা জিয়া ততদিনে শারীরিকভাবে বেশ অসুস্থ, দলের রাশ ক্রমশ চলে যাচ্ছে তারেক রহমানের হাতেই। তবে প্রকাশ্যে না হলেও বিএনপির নানা স্তরের নেতাদের সঙ্গে 'ট্র্যাক টু' স্তরে বা পর্দার আড়ালে বিভিন্ন থিংকট্যাংক বা অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিবিদ, নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের মারফত একটা যোগাযোগ ভারত বরাবর রাখতে চেষ্টা করে গেছে। মি. চক্রবর্তী বিবিসিকে বলছিলেন, "সে সময় আমি নিজেই এ ধরনের একাধিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। দিল্লিতে তো বটেই, এমন কী ব্যাংককেও।"

হাসিনার পতনের পরই তারেকের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বদল

২০২৪-এর ৫ আগস্ট বাংলাদেশে ক্ষমতার নাটকীয় পালাবদলের পর সার্বিকভাবে বিএনপির প্রতি এবং অবশ্যই তারেক রহমানের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা আমূল পরিবর্তন আসে। বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপিই যে ভারতের অবধারিত পছন্দ ('অটোমেটিক চয়েস'), সেই উপলব্ধিই দিল্লির মনোভাবে এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের তখনকার সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন রাজনীতি ছাড়ার 'মুচলেকা' লিখিয়ে নিয়ে তারেক রহমানকে লন্ডন যেতে বাধ্য করে, তখন ঢাকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন পিনাকরঞ্জন চক্রবর্তী। মি. চক্রবর্তী বিবিসিকে বলছিলেন, "সে সময়ের কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে এবং ২০০১ থেকে ২০০৬, বিএনপি আমলের সেই তারেকের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে পাহাড় ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।" "এখন সতেরো বছরেরও বেশি যুক্তরাজ্যে কাটানোর পর তিনি কতটা পাল্টে গেছেন, তার মানসিকতায় কতটা পরিবর্তন এসেছে, এটা বলা খুব মুশকিল।" "কিন্তু এটা ধারণা করতেই পারি, ভারত যেভাবে এখন তার প্রতি 'ওপেন আউটরিচ' করছে, প্রধানমন্ত্রী মোদী তাকে চিঠি লিখছেন বা শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, তাতে অবশ্যই ভারত তার কাছ থেকে কিছু নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পেয়েছে," বলছেন মি. চক্রবর্তী। এখন এই সব প্রতিশ্রুতিগুলো ঠিক কী হতে পারে, সেটা আন্দাজ করা কঠিন হলেও, বিএনপিও আপাতত তাদের পুরোনো 'ভারত-বিরোধিতার রাজনীতিকে' আঁকড়ে থাকবে না বলে দিল্লিতে অনেক পর্যবেক্ষকই ধারণা করছেন।

বিএনপি তাদের পররাষ্ট্রনীতিকে 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' বলেই বর্ণনা করে থাকে। তবে তারেক রহমান তার সাম্প্রতিক ভাষণগুলোতে ভারতকে কখনই সরাসরি কড়া ভাষায় আক্রমণ করেননি, সেটাকেও দিল্লি ইতিবাচক বলেই মনে করছে। 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানাতে এবং তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আস্থা রেখেছে, এ কথা উচ্চারণ করতে নরেন্দ্র মোদী যে এতটুকুও সময় নেননি, তার পেছনে বড়ো কারণ এগুলোই। দিল্লির থিংক ট্যাংক মনোহর পারিক্কর আইডিএসএ-এর সিনিয়র ফেলো সম্মুতি পট্টনায়ক যোগ করছেন, শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের কাছে প্রত্যর্পণের দাবি নিয়েও পরবর্তী বিএনপি সরকার খুব বেশি জোরাজুরি করবে না বলেই তার বিশ্বাস। "মুহাম্মদ

ইউনূসের অন্তবর্তী সরকার এটাকে খুব বড়ো ইস্যু করার চেষ্টা করেছিল।" "তারেক রহমানের সরকার বা বিরোধীরা এখনও হয়ত মুখে সেই দাবি জানাবেন, কিন্তু তার জন্য দিল্লির সঙ্গে অন্য কোনো আলোচনা থমকে যাবে, এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই," বলছিলেন ড. পট্টনায়ক।

হিন্দুদের সুরক্ষা আর নিরাপত্তার প্রশ্নে কী অবস্থান?

গত দেড় বছরে বাংলাদেশে যে ইস্যুটি নিয়ে ভারত সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদে সরব ছিল, সেটি হলো সে দেশে হিন্দুসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন। এ ইস্যুতে ঢাকার অন্তবর্তী সরকার আর দিল্লিতে মোদী সরকার বহুবার বিতর্কেও জড়িয়েছে, বাংলাদেশ এসব অভিযোগকে অতিরঞ্জন আর মিথ্যা প্রোপাগান্ডা বলে উড়িয়ে দিলেও, দিল্লি কিন্তু তাদের অভিযোগে অনড় থেকেছে। এখন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এলে সেই অবস্থার কতটা পরিবর্তন ঘটে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দেখার বিষয় হবে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার অবশ্য মনে করেন, বাংলাদেশে কারা ক্ষমতায় এলো তাতে সত্যিই কিছু আসে যায় না। কারণ সে দেশে হিন্দুদের অবস্থার উন্নতি না ঘটলে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার আশা না করাই ভালো। বিবিসিকে তিনি বলছিলেন, "আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, বাংলাদেশে যে দলের সরকারই থাকুক, হিন্দুদের ওপর অত্যাচার কখনই বন্ধ হয় না। সে আওয়ামী লীগই বলি, অথবা বিএনপির সরকার। খুন-ধর্ষণ-লুঠপাট চলতেই থাকে।" "আর এই অন্তবর্তী সরকারের আমলে তো আমরা দেখেছি, একজন হিন্দু যুবকের লাশ পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর পনেরো-ষোলো বছরের কিশোররা মোবাইলে সেই ভিডিও রেকর্ড করে যাচ্ছে!" নতুন সরকার বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি একটু অন্তত 'মানবিক মুখ' দেখাবে, এই প্রত্যাশা জানালেও পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রধান মুখপাত্র অবশ্য মনে করেন না, বাস্তবে তেমন কোনো বড়ো পরিবর্তন হবে। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উদ্ধৃত করে তিনি যোগ করেন, "এই রাজা আসে ওই রাজা যায় ... জামা কাপড়ের রং বদলায় ... দিন বদলায় না!" "বাংলাদেশেও হিন্দুদের জন্য সত্যিই দিন বদলাবে, আমরা ঠিক এমনটা আশা করার মতো অবস্থাতেই নেই!" বলছিলেন দেবজিৎ সরকার। পশ্চিমবঙ্গে কোনো কোনো পর্যবেক্ষক আবার মনে করেন, ওই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন যেহেতু আসন্ন, তাই সেই ভোটপর্ব না মেটা পর্যন্ত বিজেপি বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ইস্যুকে জিইয়ে রাখতে চাইবে। তবে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখা বাংলাদেশের নতুন শাসকদের নিয়ে যতই উদাসীনতা দেখাক, দিল্লিতে তাদের সরকার কিন্তু রীতিমতো উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই সে দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নিচ্ছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের পর জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সরাসরি দেখা করবেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এজন্য আগামীকাল তাদের বাসভবনে যাওয়ার কথা রয়েছে তার। বিএনপির মিডিয়া উইং-এর সদস্য শামসুদ্দিন দিদার বিবিসি বাংলাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তার তথ্যমতে, সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় শফিকুর রহমানের বাসায় যাওয়ার কথা রয়েছে। এরপর রাত ৮টার দিকে তিনি বাড্ডায় নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন। এ বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে ওই দুই নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়। মূলত 'ইতিবাচক রাজনীতির অংশ হিসেবে' তাদের সঙ্গে এই সৌজন্য সাক্ষাতের কথা জানিয়েছে বিএনপির মিডিয়া উইং।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচিতদের গেজেট প্রকাশ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ীদের তালিকার গেজেট প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন থেকে যে ২৯৭ জন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে, গেজেটে সেই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে এই গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। এখন সংসদ সদস্য হিসাবে তাদের শপথ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হবে। একই সাথে নতুন সরকারের দায়িত্বগ্রহণ, মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের প্রক্রিয়াও শুরু হলো এই গেজেটের মাধ্যমে। সংবিধান অনুযায়ী, স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার শপথ পড়াবেন। সেটা না হলে রাষ্ট্রপতি মনোনীত ব্যক্তির কাছে শপথ নেওয়া যাবে। কিন্তু সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি কাউকে মনোনীত করতে পারেন কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী, গেজেট প্রকাশের তিনদিনের মধ্যে স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার অসমর্থ হলে তিনদিন পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পড়াবেন। বর্তমানে কে, কীভাবে শপথ পড়াবেন, তার আইনি ব্যাখ্যা নিচ্ছে বিএনপি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পড়ালে আইনের দিকগুলো যাচাই করে দেখছে দলটি। বাংলাদেশের ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৯৯টি আসনে গত বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম-২ ও চট্টগ্রাম-৩ আসনের ভোটগ্রহণ হলেও, আদালতের নির্দেশনা থাকায় ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি। আর নির্বাচনের আগেই শেরপুর-৩ আসনে একজন প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় ওই আসনে নতুন করে তফশিল ঘোষণার পরে নির্বাচন হবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে গভীর রাতে জামায়াত আমিরের পোস্ট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সামগ্রিক ফলাফলকে স্বীকৃতি দিয়ে নীতিবান ও শান্তিপূর্ণ বিরোধী দল হিসেবে কাজ করার কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। শনিবার গভির রাতে নিজের

ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকার কথাও জানান জামায়াত আমির। "জাতীয় অগ্রগতিতে গঠনমূলক অবদান রাখার পাশাপাশি, সরকারকে জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত থাকব," বলেও ওই পোস্টে উল্লেখ করেন তিনি। নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে জামায়াত আমির বলেন, ৭৭টি আসন নিয়ে, সংসদে উপস্থিতি প্রায় চারগুণ বাড়ানোর ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অন্যতম শক্তিশালী বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে জামায়াতে ইসলামী। এই প্রেক্ষাপটকে রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তন হিসেবেও উল্লেখ করেছেন মি. রহমান। "২০০৮ সালে, বিএনপি ৩০টি আসনে নেমে আসে এবং ২০২৬ সালে সরকার গঠনে ফিরে আসে, এই যাত্রায় ১৮ বছর লেগেছে," বলেন তিনি। এর আগে, কারচুরি করে প্রার্থী নির্বাচন করা, বিভিন্ন জায়গায় রেজাল্ট শিটের ওপর ঘষামাজা করা, এমনকি কিছু কিছু আসনে দ্বৈত নীতি অবলম্বন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। সেই সময় তিনি অভিযোগ করেছিলেন, "আজকে বাংলাদেশ বিভিন্ন জায়গায় ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের কর্মী সমর্থক এজেন্ট ভোটারদের বাড়িতে বাড়িতে হামলা হচ্ছে, ব্যক্তির ওপর হামলা হচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাড়িতে। এটা তো ফ্যাসিবাদী তৎপরতা।" "এর সম্পূর্ণ দায় তাদের নিতে হবে, যারা এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হবেন। নির্বাচনে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়েছেন, যেভাবেই পেয়ে থাকেন, এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ- আপত্তি আছে। দায় মূলত তাদেরকেই নিতে হবে।" এই সময় তার সাথে ১১ দলীয় জোটের সঙ্গী দল এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মামুনুল হকসহ বিভিন্ন নেতারা উপস্থিত ছিলেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

গণভোটের জনরায় বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলো অঙ্গীকারবদ্ধ : আলী রীয়াজ

গণভোটের মধ্যদিয়ে সংস্কারের পক্ষে যে সুস্পষ্ট গণরায় এসেছে, তা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলো অঙ্গীকারবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। শনিবার সকালে ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোও গণভোটে 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে রায় দিতে জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এটি কেবল সরকারের অ্যাজেন্ডা নয়, এটি সবার অ্যাজেন্ডা, যা জনগণ অনুমোদন করেছে। মি. রীয়াজ বলেন, "জনগণের এই রায়কে কেবল সংখ্যার বিবেচনায় দেখলেই হবে না। এই রায় জুলাই অভ্যুত্থানে যারা জীবন দিয়েছেন, তাদের কাছে আমাদের অঙ্গীকার।" গণভোটের হার নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে সংখ্যা বা হার দেখানো হচ্ছে, সেটি সব আসনের নয়। সেগুলো যুক্ত হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের হার বাড়বে বলেও জানান তিনি। "অনেকে নির্বাচনে ভোট দিতে এসে কেবল গণভোটে ভোট দিয়েছেন, অন্য ভোট দেননি, এ কারণে দুই এক শতাংশের ব্যবধান হয়েছে," বলেও দাবি করেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বোমা বানানোর সময় বিস্ফোরণ, দুইজন নিহত

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বোমা বানানোর সময় বিস্ফোরণে দুইজন নিহত এবং তিনজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। শনিবার ভোরের দিকে সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এনএম ওয়াসিম ফিরোজ। এই ঘটনায় নিহতদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে বজলুর রহমান, মিনহাজ এবং শুভ নামে তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। আহতদের প্রত্যেকেরই বয়স ২০ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। ঘটনাস্থলে থাকা স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী মোহাম্মদ আসাদ বিবিসি বাংলাকে জানান, আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিক্যাল কেলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। মি. আসাদ জানান, "যে বাড়িতে বোমা বানানো হচ্ছিল, সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টিনের চালা উড়ে গেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

তারেক রহমান ও বিএনপিকে অভিনন্দন জানাল জার্মান দূতাবাস

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য তারেক রহমান এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে (বিএনপি) অভিনন্দন জানিয়েছে ঢাকায় নিযুক্ত জার্মান দূতাবাস। শনিবার দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বিশেষ অভিনন্দন বার্তায়, একই সাথে এই নির্বাচনে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পৃক্ততারও প্রশংসা করেছে ইউরোপীয় এই রাষ্ট্রটি। জার্মান দূতাবাস মনে করে, নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণের এই অংশগ্রহণ একটি অর্থবহ গণতান্ত্রিক সম্পৃক্ততার বহিঃপ্রকাশ। একইসঙ্গে নবনির্বাচিত সকল সংসদ সদস্যকেও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে জার্মানির দীর্ঘদিনের গভীর ও বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে দূতাবাস আরও জানায়, জার্মানি নতুন সরকার এবং জাতীয় সংসদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যাশা করছে। দুই দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কার ও উন্নয়নের পথে সহায়তা অব্যাহত রাখার কথাও ওই বার্তায় উল্লেখ করা হয়।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

নরেন্দ্র মোদী-শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণ করা হতে পারে নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফসহ সার্কভুক্ত দেশগুলোর সরকার প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে। বিএনপি শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা বিবিসি বাংলাকে এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, এই শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। তবে বিএনপির পক্ষ থেকে অতিথিদের বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। শপথের দিনক্ষণ এবং অতিথি তালিকা এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। প্রসঙ্গত, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বিএনপি। প্রধান বিরোধী দল হতে যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামী।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

ঢাকা-৮-সহ ৩০টি আসনের ভোট পুনর্গণনার দাবি জামায়াতের

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০টি আসনের ভোট পুনর্গণনার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। শনিবার বিকেলে একটি সংবাদ সম্মেলনে দলটি এই দাবির কথা জানায়। জামায়াত বলছে, ভোট পুনর্গণনা হলে অনেক আসনের ফল পাল্টে যাবে। এর মধ্যে ঢাকা-৮, ঢাকা-১৭, ঢাকা-১৩, ঢাকা-৬ আসনও রয়েছে। ভোটের ফলাফলকে ম্যানিপুলেট করে অন্যকে বিজয়ী করা হয়েছে এবং ফলাফল জালিয়াতি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছে দলটি। প্রসঙ্গত, এই নির্বাচনে জামায়াত এককভাবে ৬৮টি আসন পেয়েছে এবং জোটগতভাবে পেয়েছে ৭৭টি আসন। তারা সংসদের বিরোধী দল হতে যাচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, তারা আপাতত ৩০টি আসনের অভিযোগ পেয়েছেন। আরো কিছু আসনে পোলিং সেন্টার থেকে তথ্য নেওয়া হচ্ছে। 'ইচ্ছাকৃতভাবে' ফল বদলে দেওয়া, সন্ত্রাস, ম্যানিপুলেশন, জামায়াত প্রার্থীদের 'রহস্যজনক' কারণে ফেল করিয়ে দেওয়া, সর্বোপরি 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর অভিযোগ তুলেছে দলটি। "প্রশাসনের একদল এবং নির্বাচন কমিশনের একদল" লোক এই ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে বলেও দাবি করেন এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

জাতীয় পার্টি কোনো আসন পায়নি এটা অবিশ্বাস্য, বিবিসিকে সজীব ওয়াজেদ জয়

বিবিসির নিউজ আওয়ার অনুষ্ঠানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির কোনো আসন না পাওয়া এবং জামায়াতের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, "বৃহত্তম ও পুরোনো একটি দলকে নির্বাচনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রগতিশীল দলগুলোকে নিষিদ্ধ না করলেও, তাদের কোনো সভা-সমাবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তাদের অনেক নেতাকে কারাগারে রাখা হয়েছে। তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কোনো আসন পায়নি এটা অবিশ্বাস্য।" নির্বাচনে জামায়াতের ইসলামী জোটের ফল নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি বলেছেন, "জামায়াত যেখানে সাধারণত ৫-১০টার বেশি আসন জিতে না, সেখানে তারা প্রায় ৮০টি আসন পেয়েছে, সুতরাং এটা প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচন ছিল না।" আওয়ামী লীগকে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনতে তিনি বিএনপির সাথে কথা বলতে রাজি কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, "আমরা সবার সাথে কথা বলতে প্রস্তুত আছি। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি হলো যুক্তরাজ্যে টরি ও লেবার পার্টির মতো, যেখানে এই দুই দল ছাড়া রাজনীতি কল্পনা করা যায় না।" "হ্যাঁ, সবাই হয়ত খুশি যে, একটি নির্বাচন হয়েছে। মধুচন্দ্রিমা শেষ হোক, তার পর দেখা যাবে। তবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ সব সময় একটি ফ্যাক্টর হিসেবে থাকবে। আমাদের ৪০ শতাংশ ভোট আছে, জাতীয় পার্টির রয়েছে আরও ৫ থেকে ১০ শতাংশ, সুতরাং তাদেরকে সারা জীবন এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিয়োগ বাতিল, নতুন সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়া

মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদে শেখ আব্দুর রশীদের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। তার জায়গায় চুক্তিভিত্তিক নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে এম সিরাজ উদ্দিন মিয়াকে নিয়োগ দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। শনিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দুটি পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে শেখ আব্দুর রশীদের নিয়োগ বাতিলের তথ্য জানানো হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ মামুন শিবলীর সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ৮ অক্টোবর যে প্রজ্ঞাপনে শেখ আব্দুর রশীদকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদে চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, তার নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ এখন বাতিল করা হলো। অন্যদিকে, ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-১ শাখা থেকে জারি করা পৃথক আরেক প্রজ্ঞাপনে এম সিরাজ উদ্দিন মিয়াকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে এতে উল্লেখ করা হয়। ২০২৪ সালের জুলাই আগস্ট আন্দোলনের পর শেখ আব্দুর রশীদকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া আগে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব (চুক্তিভিত্তিক) ছিলেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ এলিনা)

জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে কবে কারা জয় পেয়েছিল? তারপর কী হয়েছিল?

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ৩০০ আসনে। অর্থাৎ, পুরো বাংলাদেশকে ৩০০ ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটা জায়গা থেকে জনসাধারণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে সংসদে পাঠান তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। কোনো রাজনৈতিক দল যদি এককভাবে এই ৩০০ আসনের মধ্যে ২০০ বা তার বেশি, মানে তিন ভাগের দুই ভাগ আসনে পায়, তখন তাকে বলা হয় দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী- যেমনটা এবার বিএনপি এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনে হয়েছিল আওয়ামী লীগ। দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ার একটি কারণ হলো, এতগুলো আসনে নিজেদের প্রতিনিধি থাকার ফলে সংসদে যে-কোনো আইন প্রণয়ন সহজ হয়, এমনকি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে পরিচিত সংবিধান পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি হয়। কারণ সংবিধানে কোনো পরিবর্তন আনতে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন অর্থাৎ অন্তত ২০০ সদস্যের সমর্থন থাকতে হয়। অনেকের মতে, অতীতে দেখা গেছে, এমন জয় কখনও কখনও 'ফ্যাসিস্ট' শাসক তৈরি করার ক্ষেত্রেও ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন ঘটনার সংখ্যা কম না, যেখানে নিরঙ্কুশ জয় পেয়ে রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থে সংবিধান পরিবর্তন করে বদলে দিয়েছে ইতিহাসের পথরেখা।

দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে সংবিধান পরিবর্তনের হিড়িক

বাংলাদেশে একাধিক জাতীয় নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক দল বা জোট দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয় পাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। সবশেষ ২০২৪ সালে বিএনপিবিহীন বিতর্কিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৫৭টি আসন পেয়েছিল। এর আগে, ২০১৮ সালের আরেক বিতর্কিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৫৭ আসনে বিজয়ী হয়েছিল। ওই নির্বাচনে বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলো অংশ নিলেও, আগের রাতে বেশিরভাগ আসনে ভোট বাক্স ভরে রাখায় ওই নির্বাচন 'রাতের ভোট' হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিল। তবে, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনগুলোর মধ্যে সবশেষ উদাহরণ ছিল ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচন। সেই নির্বাচনে ২৩০টি আসনে এককভাবে জয় পায় আওয়ামী লীগ, জোট শরিকসহ যে সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬২টিতে। নির্বাচনের পর আদালতের আদেশের পথ ধরে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলোপ ঘটায় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। এছাড়া সংবিধানে আরও কিছু পরিবর্তন আনা হয়। যদিও ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ২০২৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট ত্রয়োদশ সংশোধনী পুনরুজ্জীবিত করে। এর ফলে ভবিষ্যতের জাতীয় নির্বাচনগুলো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে হওয়ার পথ তৈরি হয়েছে। ক্ষমতায় থাকাকালীন ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন মেয়াদে বিরোধিতাহীন সংসদে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন বেশ কিছু বিতর্কিত আইন পাস করে আওয়ামী লীগ সরকার। সেসব আইন পাস করাতে আওয়ামী লীগকে সংসদে বড়ো কোনো বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সংসদে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে সংবিধান পরিবর্তনের ঘটনা আরো আছে।

২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৯৩টি আসনে জয়ী হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি। জামায়াতে ইসলামীসহ চার দলীয় জোট মিলে ২১৬টি আসন নিয়ে সরকার গঠন করে তারা, যে সরকার চার দলীয় জোট সরকার হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিল। পাঁচ বছর পর ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় এলে নিজেদের পছন্দের প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করার জন্য অবসরের বয়স সীমা বাড়িয়ে পরিবর্তন আনা হয় সংবিধানে, যা নিয়ে আপত্তি তুলেছিল সে সময়কার বিরোধী দল আওয়ামী লীগ। অতীতে এক সময় বিএনপির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকায়, তাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান না করার দাবি আদায়ে আওয়ামী লীগের অনড় অবস্থানের কারণে পরিস্থিতির অবনতি হলে দৃশ্যপটে হাজির হয় সেনা সমর্থিত সরকার। সেখান থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে বাংলাদেশকে। তবে এই ধারাবাহিকতাও আবার একদিনের না। ২০০৮ সালে ক্ষমতায় এসে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ সংবিধান পরিবর্তন করে বাতিল করেছিল, সেই ব্যবস্থা সংবিধানে সংযোজিত হয়েছিল আওয়ামী লীগের দাবি ও আন্দোলনের মুখে, ১৯৯৬ সালে।

১৯৯১ সালে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেও, ক্ষমতা ছাড়ার সময় সেই ব্যবস্থা প্রয়োগে অসম্মতি জানায় খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার। কারণ তখন সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না। বিশেষ করে, সেই দাবি আরো জোরালো হয় ১৯৯৫ সালে মাগুরা উপ-নির্বাচনের পরে, যে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ছিল। দলীয় সরকারের অধীনেই আয়োজিত ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বয়কট করে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামীসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল। নির্বাচনে ২৭৮টি আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে বিএনপি। তীব্র আন্দোলনের মুখে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন পাস করে তৎকালীন বিএনপি সরকার। চার মাসেরও কম সময় পর আয়োজিত হয় সপ্তম সংসদ নির্বাচন। এত গেল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়কে কেন্দ্র করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফিরিস্তি। এর বাইরেও সংবিধান পরিবর্তন করে শাসন কাঠামো পরিবর্তন এবং অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের ভাষ্যে, সংবিধানের 'ইসলামীকরণ' হয়েছিল একই প্রক্রিয়ায়।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন আয়োজন হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। সেই নির্বাচনে কারচুপির নানা অভিযোগ ওঠে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। ওই নির্বাচনে ২৯৩টি আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় আওয়ামী লীগ। কিন্তু এর দুই বছরেরও কম সময় পর ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে সংবিধান পরিবর্তন করে প্রথমে সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে

রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় ফিরে যায় দেশ। এর পরের মাসে আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত ঘোষণা করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল। মোটা দাগে বদলে যায় দেশের পুরো শাসন কাঠামোই। পরবর্তী সময়ে সামরিক অভ্যুত্থানে সপরিবারে শেখ মুজিবের মৃত্যু, দেশজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ক্ষমতার পালা বদলের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রক্ষমতায় আসেন সেনাশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। দেশে জারি হয় মার্শাল 'ল। মার্শাল 'ল ব্যবহার করে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ দিয়ে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। মোশতাক সরকারের সময়েই আইন করে শেখ মুজিবের হত্যাকারীদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়। বিচারপতি সায়েম সরকারের সময় এবং জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে বেশ কয়েক দফায় মার্শাল 'ল অধ্যাদেশ জারি করে সংবিধানে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। এসব অধ্যাদেশের মাধ্যমে রাষ্ট্রের মূলনীতিতে পরিবর্তন করা হয়। সংবিধানের শুরুতে যুক্ত করা হয় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। "ধর্মনিরপেক্ষতা" বাদ দিয়ে সংস্থাপন করা হয় "মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস"। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বদলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করা হয়। এক দলীয় বাকশাল ব্যবস্থা বাতিল করে পুনরায় বহুদলীয় রাজনীতি চালু হয়। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলেও, সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়, ফলে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য ধর্মভিত্তিক দলগুলো পুনরায় প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। যুদ্ধপরাধে অভিযুক্তদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৭৯ সালে আয়োজিত হয় দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন, যেখানে বিএনপি ২০৭টি আসনে জয়ী হয়। বিএনপির সরকার পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এর আগের তিনটি সরকারের সময় মার্শাল 'ল আইনে জারি যাবতীয় অধ্যাদেশ ও আদেশকে বৈধতা দিয়ে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে। পরবর্তীতে অবশ্য এই সংশোধনীকে অবৈধ ও বাতিল বলে ঘোষণা করেছিল হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট। জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর আবারও টালমাটাল পরিস্থিতিতে পড়ে বাংলাদেশের রাজনীতি। ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। চার বছর পর ১৯৮৬ সালে তৃতীয় আর তার ১৭ মাস পর ১৯৮৮ সালে আয়োজিত হয় চতুর্থ সংসদ নির্বাচন। ২৫১টি আসন নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়ে জাতীয় পার্টি। এরশাদের শাসনামলে প্রথমে সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত সামরিক সরকারের আমলে নেওয়া আদেশ ও কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়া হয়। অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে। সেই সংশোধনীতে হাইকোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ, বেঙ্গলির পরিবর্তনে বাংলা ও ঢাক্কার পরিবর্তে ঢাকার মতো বানানেরও কিছু পরিবর্তন আনা হয়। যদিও হাইকোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ পরবর্তীতে উচ্চ আদালতের রায়ে বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

দেখা যায় 'কর্তৃত্ববাদী' হয়ে ওঠার প্রবণতা

বাংলাদেশে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেলে রাজনৈতিক দল 'ইচ্ছেমতো' সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা পায়। আর সেখান থেকে দলগুলোর মধ্যে 'কর্তৃত্ববাদী' হয়ে ওঠার প্রবণতা তৈরি হয় বলে মন্তব্য করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ। এ বিষয়ে ১৯৭৩, ২০০১ আর ২০০৮ সালের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, "যার ফলে জাতীয় সংসদ আর সক্রিয় বা প্রাণবন্ত থাকে না। একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি হয়।" ফলে অতীত ইতিহাস থেকে এবারের দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী হওয়া বিএনপি যদি শিক্ষা নেয় এবং "দীর্ঘদিন ক্ষমতা ধরে রাখার অতীতের যে অভ্যাস, সেখান থেকে তারা যদি সরে আসেন, তাহলে আমরা নতুন কিছু দেখবো" বলে মনে করেন মি. আহমদ।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

নতুন সরকার দায়িত্ব নিচ্ছে কবে?

ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরের দিনেই নির্বাচিত সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। নিয়ম অনুযায়ী, সংসদ সদস্যদের শপথ নেওয়ার মাধ্যমে শুরু হবে নতুন সংসদের যাত্রা। এরপরেই দায়িত্ব গ্রহণ করবে নতুন সরকার। কিন্তু কবে নির্বাচিতরা শপথ নেবেন, তা এখনো পরিষ্কার নয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, আগামী মঙ্গলবার সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে। এই বিলম্বের কারণ হিসেবে সামনে আসছে আইনি বিভিন্ন জটিলতার বিষয়টি। নতুন সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সংবিধানে বেশ কিছু নিয়মের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। রীতি অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতি। তবে বিভিন্ন আসনে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের শপথ পাঠের পর মন্ত্রিসভার শপথ হবে। কিন্তু সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিতদেরকে শপথ পাঠ করাবেন, তা পরিষ্কার নয়। সংবিধানের বাইরে কোনো প্রক্রিয়ায় শপথ পাঠ বা সরকার গঠন হলে, তা নিয়ে ভবিষ্যতে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে বলে সতর্ক করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। এ কারণেই আইনি জটিলতা এড়াতে গেজেট প্রকাশের তিনদিন পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে শপথ পাঠ করার কথা ভাবা হচ্ছে। সেই হিসাবে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সকালে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিতদের শপথ পাঠ করাবেন সিইসি। আর সেদিন বিকেলে নতুন সরকারের শপথ পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি। বিএনপির দুইজন শীর্ষ নেতা বিবিসি বাংলাকে এই আভাস দিয়েছেন।

এদিকে, সরকার ও বিএনপির বিভিন্ন সূত্র থেকে ১৭ তারিখের কথা বলে হলেও, নির্বাচিত কয়েকজন সংসদ সদস্যরা জানিয়েছেন, রোববারের মধ্যে তাদের ঢাকায় থাকার জন্য দল থেকে বলা হয়েছে। নিজ এলাকা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে

রওনাও দিয়েছেন তাদের কেউ কেউ। খুলনা-৫ আসনের নির্বাচিত বিএনপির মোহাম্মদ আলি আসগার শনিবার ১১টা ৫১ মিনিটে তার ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, "আগামীকাল শপথ গ্রহণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ঢাকায় যেতে হচ্ছে।" দুপুর ২টার দিকে সাংবাদিকদের সাথে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. শেখ আব্দুর রশীদ এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, "আগামী তিনদিন, সর্বোচ্চ চারদিনের মধ্যে শপথ হয়ে যাবে। তবে আগামীকালও যদি শপথ হয়ে যায়, তাদের সেই প্রস্তুতি আছে বলেও জানান তিনি।

শপথ পাঠ নিয়ে আইনে কী আছে?

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর আসে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ পড়ানোর বিষয়টি। আর বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার সংসদ সদস্যদের এই শপথ পাঠ করান। সংবিধানে বলা হয়েছে, গেজেট প্রকাশের পর স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার অথবা রাষ্ট্রপতির মনোনীত ব্যক্তি নির্বাচিতদের শপথ পাঠ করাবেন। তবে তারা শপথ পাঠ করাতে অসমর্থ হলে গেজেট প্রকাশের তিনদিন পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পাঠ করাবেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যখন দ্বাদশ সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী কোথায় আছেন, সেটি পরিষ্কার নয়। ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু কারাগারে রয়েছেন। এক্ষেত্রে দুটি বিকল্প আছে। একটি হলো, রাষ্ট্রপতির মনোনীত প্রতিনিধিকে দিয়ে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ানো অথবা গেজেট প্রকাশের তিনদিন পর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে শপথ পাঠ। এক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতি অবলম্বন করে শপথ নিলে ভবিষ্যতে আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে বিএনপি নেতাদের মধ্যে। সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদের দফা দুই অনুযায়ী, যে-সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তি নিজে কর্তৃপক্ষ, কেবল সেসব ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন। কিন্তু সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ানোর কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতি না, বরং স্পিকার। আর স্পিকারের প্রতিনিধি হতে হলে তার স্বাক্ষর থাকা জরুরি। ফলে এই মুহূর্তে সেই সুযোগ না থাকায় উপায় আছে দুইটি। একটিতো আগেই বলা হয়েছে, সংবিধানের ৭৪ ধারা অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি একজনকে নিয়োগ দিতে পারেন এবং "সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী কোনো সংসদ সদস্য তাহা পালন করিবেন।" অথবা কোনো কারণে স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার না থাকলে তিনদিন পর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের শপথ পড়ানো, যা ১৪৮ অনুচ্ছেদের ২(ক)-এ উল্লেখ আছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরবর্তী সময়ের জটিলতা বা বিতর্ক এড়ানোর জন্য দ্বিতীয়টিকেই 'নিরাপদ' মনে করছে নতুন সরকার গঠন করতে যাওয়া দল বিএনপি। দলটির দুইজন শীর্ষ নেতা বিবিসি বাংলাকে আভাস দিয়েছেন, ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সকালে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের শপথ হতে পারে, সেদিন বিকেলে হবে মন্ত্রিসভার শপথ। তবে এখনো এ নিয়ে আইনি বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছেন দলটির নেতারা। এর আগেই সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নতুন সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে দেওয়া হবে। জানা গেছে, রমজান মাস শুরু হওয়ার আগেই ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চায় সব পক্ষ। অন্যদিকে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের শপথ পাঠ করানোর বিষয়ে কোনো আলোচনা চলছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, শপথ পড়ানোর দায়িত্ব সরকারের। নির্বাচন কমিশনের কাজ গেজেট প্রকাশ করা, তা তারা করে দিয়েছেন। ফলে আগামী তিনদিনের মধ্যে যদি সরকারের তরফ থেকে শপথ পড়ানো না হয়, সেক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার "এটা করতে পারে বা করবে আর কী"।

তবে সরকারের দিক থেকে এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি নিয়োগের বিষয়টিই বেশি সামনে এসেছে। গত বৃহস্পতিবার আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছিলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পড়ালে অপেক্ষা করতে হবে। "আমরা আসলে অপেক্ষা করতে চাই না, আমরা নির্বাচন হওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে চাই।" অনেকটা একই দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আলী ইমাম মজুমদার। বিবিসি বাংলাকে তিনি জানান, শপথ পাঠের জন্য রাষ্ট্রপতি একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন বলে আলোচনা চলছে। "আমি যতটুকু জানি, সম্ভবত মঙ্গলবার শপথ গ্রহণ হবে," বলেন এই উপদেষ্টা। তবে শনিবার মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. শেখ আব্দুর রশীদ জানিয়েছেন, ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যে-কোনো দিন নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সব প্রস্তুতি রাখছে। শনিবার দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, "আগামীকালও যদি শপথ হয়ে যায়, আমাদের প্রস্তুতি আছে।" সচিব বলেন, নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে কম-বেশি এক হাজার অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। শপথ অনুষ্ঠানের অন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি। সংসদ সদস্যদের শপথ কে পড়াবেন, এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, সরকার থেকে কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে, প্রধান বিচারপতি বা প্রধান নির্বাচন কমিশনারও শপথ পাঠ করাতে পারেন বলেও জানান তিনি। সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাসহ মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিই শপথ পড়াবেন, বলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

সাংবিধানিক উপায়ে শপথ নেওয়াকেই সবচেয়ে ভালো উপায় বলে মনে করছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। তার মতে, সংবিধান অনুযায়ী আগের স্পিকারের সম্মতিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া প্রয়োজন। আর তা করতে প্রয়োজনে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সাথে ফোনে, না হলেও মেইলে যোগাযোগ করা যেতে পারে। কিংবা ডেপুটি স্পিকারকে প্যারোলে মুক্তি দিয়েও তা করা সম্ভব, কারণ আইন অনুযায়ী এই বিষয়ে কোনো বাধা নেই।

কিন্তু শুরু থেকেই এই সরকারের 'এটিচিউট' বা মনোভাব আলাদা ছিল আর তাদের মধ্যে 'ইগো' থাকার কারণে, সংবিধানের বাইরে তারা অনেক কিছু করেছে। সে কারণেই এসমস্ত জটিলতাগুলো হচ্ছে বলে মনে করেন মনজিল মোরসেদ। আবার সংবিধানের বাইরে গেলে ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অবশ্য মি. মোরসেদ বলছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছ থেকে শপথ নেওয়া সংবিধান অনুযায়ী তৃতীয় বিকল্প। সেক্ষেত্রে প্রথম বিষয়গুলো এড়িয়ে গেলে বিতর্ক থেকেই যাবে বলে মনে করেন তিনি।

যেভাবে হয় সরকার গঠন

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠের মাধ্যমে সংসদ গঠিত হয়। সেই সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান রাষ্ট্রপতি। অতীতে সংসদ সদস্যদের শপথের দিন বিকেলে অথবা পরদিন মন্ত্রিসভার শপথ হয়ে থাকে। এবার রমজান এগিয়ে আসার কারণে ধারণা করা হচ্ছে, সকালে সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠের পর একইদিন বিকেলের দিকে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ নিতে পারেন। বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২১২টি আসন পেয়ে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি ও তাদের নির্বাচনি মিত্ররা। এর আগে, বাংলাদেশে সবশেষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছিল ২০০৮ সালে। সে সময় দুই বছর ক্ষমতায় ছিল সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তবে ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ৩ জানুয়ারি বিএনপি আমলের স্পিকার জমির উদ্দিন সরকারের কাছেই শপথ নেয় নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা। এর তিনদিন পর ৬ জানুয়ারি শপথ নেয় রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদর কাছে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য। সর্বশেষ ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পর ৮ জানুয়ারি গেজেট প্রকাশ হয়। ১০ জানুয়ারি স্পিকারের শপথ নেন সংসদ সদস্যরা আর ১১ জানুয়ারি শপথ নেয় মন্ত্রিসভা।

এর আগে, ২০০১ সালে ১ অক্টোবর নির্বাচন হলেও, গেজেট হয়েছিল ৫ অক্টোবর। তবে তিনদিন ধরে চলা সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রথমদিনে খালেদা জিয়াসহ চারদলীয় ঐক্যজোটের ১৯৭ জন নির্বাচিত তৎকালীন স্পিকার আবদুল হামিদের কাছে শপথ নিয়েছিলেন ৯ অক্টোবর। পরদিন ১০ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে।

স্পিকার কীভাবে নির্বাচিত হবে?

সংবিধানের ৭৪(১) অনুযায়ী নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদ পরিচালনা করেন আগের সংসদের স্পিকার। "নতুন সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম বৈঠকেই সংসদ সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে স্পিকার নির্বাচিত করেন।" ২০০১ সালের ২৮ অক্টোবর যেমন আওয়ামী লীগের সরকারের সময়ের স্পিকার আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়ে নতুন স্পিকার জমিরউদ্দিন সরকারকে নির্বাচিত করা হয়। এরপরে আবদুল হামিদ আধা ঘণ্টার বিরতি দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যান। বিরতির পর নতুন স্পিকার দায়িত্ব পালন শুরু করেন। কিন্তু এবার কী করা হবে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সংবিধানের ৭৪ ধারার অনুযায়ী, "সংসদের কোনো বৈঠকে স্পিকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার কিংবা ডেপুটি স্পিকারও অনুপস্থিত থাকিলে সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী কোনো সংসদ সদস্য স্পিকারের দায়িত্ব পালন করিবেন।" আবার একই ধারার ছয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, স্পিকার পদত্যাগ করলেও, 'ক্ষেত্রমত' পরবর্তী কেউ সেই পদে নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত তিনিই "স্বীয় পদে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে"। কিন্তু ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ সংসদ সদস্য পলাতক বা কারাগারে রয়েছেন। আওয়ামী লীগের নেতাদের শপথ পাঠ করা নিয়েও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। ফলে কী প্রক্রিয়ায় নতুন স্পিকার নির্বাচিত হবেন, এখনই সেটা পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। এ নিয়ে আইনি দিকগুলো খতিয়ে দেখছে সরকার ও বিএনপির আইনজীবীরা। আইন বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, সিইসি নির্বাচিতদের শপথ পাঠ করালে তাদের মধ্য থেকে কোনো একজন সংসদ সদস্য প্রাথমিকভাবে স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন। এরপর অধিবেশনে নতুন স্পিকার নির্বাচন করার পর, তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

শেখ হাসিনাকে ফেরানো, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কসহ যে-সব বিষয়ে কথা বলেছেন তারেক রহমান

নির্বাচনের দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী হয়ে বিএনপির সরকার গঠন করার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শেখ হাসিনাকে ফেরানো, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কসহ নানা প্রশ্নের জবাবও দেন তিনি। বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরানোর প্রশ্নে তারেক রহমান বলেন, "এটি আইনি প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে।" বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যেখানে আওয়ামী লীগের অনেক সমর্থক রয়েছে, সেই বিবেচনায় সমস্যা সমাধান বা মিটমাটের জন্য পরিকল্পনা কী, এ প্রশ্নের উত্তরে মি. রহমান বলেন, "আইনের শাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে" সমাধান হবে উল্লেখ করেন মি. রহমান। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রায় বা সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হবে কি না, তেমন আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বলেন, "এটি বিচার বিভাগের বিষয়।" আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিষয়ে "বিচার বিভাগকে নির্বাহী এবং আইনসভার কাজ থেকে আলাদা" রাখার কথা বলেন তিনি। বিএনপি সরকার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা চালিয়ে যাবে কি না, এমন আরেকটি প্রশ্ন এলেও এর কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি সংবাদ সম্মেলনে। শনিবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পুরো সময়টাতেই সংক্ষেপে বক্তব্য রেখেছেন তারেক রহমান।

পরবর্তী প্রশ্নোত্তর পর্বেও খুব অল্প কথায় উত্তর দেওয়া হয়। নির্বাচনে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলো, জনগণ, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানিয়ে লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়, "গণতন্ত্র এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এই বিজয়কে শান্তভাবে দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে উদ্‌যাপন" করা হয়েছে এবং নির্বাচনের পর উসকানি দেওয়া হলেও, বিএনপির সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের শান্ত এবং সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়।

ভারতের সাথে সম্পর্ক, চীন প্রসঙ্গ

প্রশ্নোত্তর পর্বের শেখ হাসিনার বিষয় ছাড়াও, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিও বেশ কয়েকবার ভারতীয় সাংবাদিকদের দিক থেকে উঠে আসে। বিএনপি আগে যেমনটা বলেছে, সেই একই ধরনের অবস্থানের কথা বলা হয় এবারও। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কেমন হবে, সে প্রশ্নের উত্তরে "বাংলাদেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থ বিবেচনায় সব দেশের জন্য একই বৈদেশিক নীতি" বজায় রাখার কথা বলেন তারেক রহমান। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীও যুক্ত করেন, "এটি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, পারস্পরিক স্বার্থ, হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং কৌশলগত স্বশাসনের ভিত্তিতে" হবে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশ না নেওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন ক্রিকেটকে রাজনীতির বাইরে রাখা হবে কি না। তবে এর কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি। চীনের সাংবাদিকদের দিক থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে অংশগ্রহণের বিষয়ে প্রশ্ন রাখা হয়। সেখানেও "পারস্পরিক স্বার্থ" এবং বাংলাদেশের মানুষ ও অর্থনীতির জন্য সহায়ক হয়, সেই দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানানো হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সব দেশের জন্য সমান, এমন কথাই বারবার ঘুরেফিরে আসে এই সম্মেলনে।

সংযত, সতর্ক থাকার আহ্বান

"কোনো অপশক্তি যাতে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর সুযোগ নিতে না পারে, এজন্য নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের পর আমি সারা দেশে বিএনপি এবং জোটভুক্ত দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের বিজয় মিছিল বের করতে নিষেধ করেছিলাম। আল্লাহর দরবারের শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে আমরা বিজয় উৎসব পালন করেছি," বলেন তারেক রহমান। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কোনো রকমের অন্যায় কিংবা বেআইনি কর্মকাণ্ড "বরদাস্ত করা হবে না" বলে জানান তিনি। এছাড়া, জুলাই সনদ নিয়েও তার লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, "আমরা জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও প্রত্যাশিত প্রতিটি অঙ্গীকার পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করবো ইনশাল্লাহ।" নির্বাচনে একে অপরের বিরুদ্ধে কিংবা একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে "ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে থাকলে" সেসব বিরোধ যেন প্রতিশোধ-প্রতিহিংসায় রূপ না নেয়, সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। বিএনপি তাদের ৩১ দফা পরিকল্পনা বা নির্বাচনি ইশতেহারে যেমনটা বলেছে, সেগুলোই বাস্তবায়ন করা হবে বলেও একাধিক উত্তরে উঠে আসে। বিগত সরকারের সময় অর্থনীতিতে 'লুটপাট' বা টাকা পাচার করা করার যে-সব অভিযোগ আছে, সেখানে বিএনপির অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় কী পদক্ষেপ নেবে- এমন প্রশ্নে বিএনপির জবাব ছিল, ইশতেহার অনুযায়ী, "সবাই সবার যোগ্যতার ভিত্তিতে, সবাই সবার মতো করে" ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে। "কোনো একটা বিশেষ মহলকে আমরা সুযোগ দিতে চাই না," বলেন মি. রহমান।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

আকাশবাণী কলকাতা

বাংলাদেশে বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পরবর্তী সরকার গঠনের প্রস্তুতি শুরু করেছে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বিএনপি পরবর্তী সরকার গঠনের প্রস্তুতি শুরু করেছে। ২৯৭ আসনের মধ্যে বিএনপির এককভাবে ২০৯টি আসন জিতেছে। ৩০০ সদস্যের সংসদে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ছিল ১৫১ আসন, যা সহজেই অতিক্রম করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বিএনপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গতকাল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলে নির্বাচনে অসাধারণ জয়লাভের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। সমাজ মাধ্যমের এক বার্তায় শ্রী মোদী বলেছেন, তিনি বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে তারেক রহমানের প্রচেষ্টার জন্য তাকে আগাম শুভেচ্ছা এবং সমর্থন জানিয়েছেন। (আকাশবাণী কলকাতা : ১৩:৩০ ঘ, ১৪.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

এনএইচকে

মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরি পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র : ট্রাম্প

ইরানের পরমাণু উন্নয়ন নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা অব্যাহত থাকার মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরি পাঠাবে যুক্তরাষ্ট্র। তেহরানের উপর দৃশ্যত চাপ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই ইরানের কাছে আরব সাগরে পরমাণু শক্তিচালিত বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন মোতায়েন করেছে। ৬ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে আলোচনা পুনরায় শুরু হয়, উভয় পক্ষের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা যেখানে অংশ নিচ্ছেন। শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরি পাঠানোর বিষয়ে জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, আমেরিকা ইরানের সাথে কোনো চুক্তি করতে না পারলে, এটির প্রয়োজন হবে।

তিনি বলেন, "চুক্তিতে উপনীত হতে পারলে আমরা এই রণতরি বেশিদিন সেখানে রাখবো না। এটি খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে।" শুক্রবার দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য নর্থ ক্যারোলিনা সফরের সময় ট্রাম্প আবার সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। তিনি ইরানে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন চান কিনা জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, "মনে হচ্ছে সেটা হলেই সবচেয়ে ভালো হয়।"(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ১৪.০২.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

আইনের শাসন হবে নতুন সরকারের নীতি : তারেক রহমান

জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ের পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে এসে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বললেন, তার সরকারের মূল লক্ষ্য হবে আইনের শাসন নিশ্চিত করা। শনিবার বিকেলে রাজধানীর ইন্টার-কন্টিনেন্টাল হোটেলের বলরুমে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে এসে লিখিত বক্তব্য পড়েন তারেক রহমান। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, নজরুল ইসলাম খানসহ দলের সিনিয়র নেতারা। লিখিত বক্তব্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তারেক রহমান। তিনি বলেন, "জাতীয় ঐক্য আমাদের শক্তি, বিভাজন দুর্বলতা।" তারেক রহমান বলেন, "শত প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে আমরা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছি। ফ্যাসিবাদের রেখে যাওয়া ভঙ্গুর অর্থনীতি, অকার্যকর সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হচ্ছে।" নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দলকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রের বাতিঘর। সরকার ও বিরোধী দল নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করলে দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে।

আমাদের পথ ও মত ভিন্ন থাকতে পারে, কিন্তু দেশের স্বার্থে আমরা সবাই এক। জাতীয় ঐক্য আমাদের শক্তি, বিভাজন আমাদের দুর্বলতা।" দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ের পরও বিজয় উদ্‌যাপন বিএনপির সংযমী থাকার কথা তুলে ধরেন বিএনপির চেয়ারম্যান। নেতা-কর্মীদের সতর্ক ও সংযমী থাকার আহ্বান জানান তিনি। বলেন, "শত উসকানি সত্ত্বেও সারা দেশে বিএনপি নেতা-কর্মীদের শান্ত ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।" কোনোভাবে যেন দুর্বলের ওপর অত্যাচার করা না হয়, তা নিশ্চিত করাই লক্ষ্য বলে জানালেন তিনি। তিনি বলেন, "দল-মত-ধর্ম-বর্ণ বা ভিন্নমত কোনো অজুহাতে কোনো দুর্বলের ওপর সবলের আক্রমণ আমরা মেনে নেব না।" পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। নির্বাচনে তার জয়ে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে কি না, এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "জনগণকে আমাদের পক্ষে আনাই আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং।" ভারত, পাকিস্তান ও চীনের সাংবাদিকরা বিএনপির পরবর্তী সরকারের দেশ পরিচালনার নীতি সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে তারেক রহমান বলেন, তার সরকারের পররাষ্ট্রনীতিতে সবার আগে স্থান দেওয়া হবে বাংলাদেশের স্বার্থকে। তার সরকারের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হবে অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা বলে জানান তারেক রহমান।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

তারেক রহমানকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিনন্দন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয় পাওয়ায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন মার্কির পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় মার্কো রুবিও বলেন, "বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও দলটির নেতা তারেক রহমানের পাশাপাশি, বাংলাদেশের জনগণকেও অভিনন্দন। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি এগিয়ে নিতে নবনির্বাচিত সরকারের সঙ্গে কাজ করার অপেক্ষায় আছে যুক্তরাষ্ট্র।" অভিনন্দন বার্তায় বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার এবং আঞ্চলিক অভিন্ন লক্ষ্যগুলো এগিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিএনপি। এদিন জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৯টিতে ভোটগ্রহণ হয়। গতকাল ২৯৭টি আসনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করেছে ইসি। পরে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। নির্বাচনে ২৯৭টি আসনের মধ্যে বিএনপি ২০৯টিতে জয় পেয়েছে। ফল ঘোষণা স্থগিত থাকা দুটি আসনেও বিএনপির প্রার্থীরা এগিয়ে আছেন। তাদের শরিকেরা পেয়েছে ৩টি আসন।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হয়েছে : ইইউ পর্যবেক্ষণ মিশন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন 'সত্যিকার অর্থেই দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে নির্বাচন হয়েছে' বলে মন্তব্য করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান ইভার্স ইজাবস। শনিবার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাথমিক মূল্যায়নে তিনি এ মন্তব্য করেছেন। ২০০৮ সালের পর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সেইসাথে এই নির্বাচন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্বাচনের জন্য নতুন বেঞ্চমার্ক বলে মত দেন ইভার্স ইজাবস। ইভার্স ইজাবস বলেন, নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছতার সঙ্গে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেছে। অপতথ্য নির্বাচনে নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে বলে তিনি

মনে করেন। নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা স্বাধীনভাবে প্রচার করতে পারলেও, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল ছিল বলে মনে করে ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন। ইভার্স ইজাবস আরও বলেন, গণ-অভ্যুত্থানে নারীরা সামনের সারিতে থাকলেও, এবারের নির্বাচনে তারা প্রায় অদৃশ্য হয়ে পড়েছেন। নির্বাচনে নারী প্রার্থী ছিলেন মাত্র চার শতাংশ। নতুন সরকারকে ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে বলেন তিনি।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচিতদের শপথ : প্রেস সচিব

নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিপরিষদের শপথ দ্রুততম সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেছেন, "খুব দেরি হলেও এটা ১৬ কিংবা ১৭ (ফেব্রুয়ারি) তারিখ। এর পরে যাবে না।" শনিবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে শফিকুল আলম এ কথা জানান। প্রেস সচিব আরও বলেন, "শপথের প্রস্তুতির কাজ গতকাল (শুক্রবার) থেকেই শুরু হয়েছে। আজ নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। বাকি কাজগুলো খুব দ্রুতগতিতে চলছে। প্রধান উপদেষ্টা কালকেও কাজ করেছেন, আজকেও করছেন, টিম কাজ করছে, ক্যাবিনেট কাজ করছে।" নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ কে পড়াবেন- এমন প্রশ্নের জবাবে শফিকুল আলম বলেন, "এটা পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের শপথ ১৭ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে।"
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ও গণভোটের গেজেট প্রকাশ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। গতকাল শুক্রবার রাতে নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ এই গেজেট জারি করেন। গেজেটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নাম, পিতা/ স্বামীর নাম, মাতার নাম এবং ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে। এখন সংসদ সদস্য হিসেবে শপথের আয়োজন করা হবে। এদিকে, গতকাল রাতে গণভোটের ফলাফলেরও গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। গেজেটের তথ্য অনুযায়ী, গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট দিয়েছেন ৪ কোটি ৮২ লাখ ৬৬০ জন। অন্যদিকে 'না' ভোট দিয়েছেন ২ কোটি ২০ লাখ ৭১ হাজার ৭২৬ জন। গণভোটে বাতিল করা ব্যালট পেপারের সংখ্যাও বিপুল- ৭৪ লাখ ২২ হাজার ৬৩৭টি। গত বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৯টিতে ভোটগ্রহণ হয়। গতকাল শুক্রবার ২৯৭ আসনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করেছে ইসি। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা থাকায় চট্টগ্রাম-২ ও ৪ আসনের ফলাফলের গেজেট এখন জারি করা হয়নি। নির্বাচনে ২৯৭ আসনের মধ্যে বিএনপি ২০৯টিতে জয় পেয়েছে। ফল ঘোষণা স্থগিত থাকা দুটি আসনেও বিএনপির প্রার্থীরা এগিয়ে আছেন। তাদের শরিকেরা পেয়েছে তিনটি আসন। অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামী পেয়েছে ৬৮টি আসন। জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের অন্য শরিকেরা পেয়েছে ৯টি আসন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

তারেক রহমানকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার এক বার্তায় তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানান প্রধান উপদেষ্টা। প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য জানান। শুভেচ্ছা বার্তায় তারেক রহমানের উদ্দেশ্যে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায়, আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গণতান্ত্রিক উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় জনগণের এই সুস্পষ্ট রায় দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আপনার প্রজ্ঞা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জনকল্যাণমুখী চেতনার আলোকে আপনি দেশকে একটি স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উন্নয়নমুখী পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি স্মরণ করছি, আপনার পিতা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ ও রাষ্ট্রদর্শন এবং আপনার মাতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আপোশহীন নেতৃত্ব ও গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারের কথা। তাদের আদর্শ ও মহান কর্ম আপনার আগামীদিনের চলার পথকে আলোকিত করবে বলে আমি একান্তভাবে আশা করি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ আসাদ)

তারেক-শফিকুর-নাহিদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার ফোনালাপ

দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে নির্বাচনকে উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য তারেক রহমান, ডা. শফিকুর রহমান এবং নাহিদ ইসলামের প্রতি অভিনন্দন, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার পৃথক টেলিফোন আলাপে তিনি বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং এনসিপির এই শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। আলাপকালে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর পরিমিতি,

সংযম ও দায়িত্বশীল আচরণের ফলে নির্বাচন ঘিরে সারা দেশে একটি উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ কথা জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ আসাদ)

দুর্বলের ওপর সবলের আক্রমণ মেনে নেওয়া হবে না : তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, দলমত, ধর্ম, বর্ণ কিংবা ভিন্নমত যাই হোক, কোনো অজুহাতেই দুর্বলের ওপর সবলের আক্রমণ মেনে নেওয়া হবে না। ন্যায়পরায়ণতাই হবে আদর্শ। শনিবার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে রাজধানীর হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে আয়োজিত বিএনপির নির্বাচনোত্তর সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, দলমত, ধর্ম, বর্ণ কিংবা ভিন্নমত যাই হোক, কোনো অজুহাতেই দুর্বলের ওপর সবলের আক্রমণ মেনে নেওয়া হবে না। ন্যায়পরায়ণতাই হবে আদর্শ। কোনো রকমের অন্যায় কিংবা বেআইনি কর্মকাণ্ড বরদাস্ত করা হবে না। তিনি বলেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে আমাদের সব প্রচেষ্টা বৃথা যেতে বাধ্য। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারি দল, কিংবা বিরোধীদল, অন্য মত কিংবা ভিন্নমত; প্রতিটি বাংলাদেশি নাগরিকের জন্যই আইন সমান। আইনের প্রয়োগ হবে বিধিবদ্ধ নিয়মে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ আসাদ)

জনগণ বিশ্বাস-ভালোবাসা দেখিয়েছে, এবার প্রতিদানের পালা : তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ বিএনপির প্রতি যে বিশ্বাস ও ভালোবাসা দেখিয়েছে, এবার তার প্রতিদান দেওয়ার পালা। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ঘোষকের প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে দেশের জনগণ আবারও রাষ্ট্র পরিচালনার ম্যান্ডেট দিয়েছে। জনগণ বিএনপির প্রতি যে বিশ্বাস এবং ভালোবাসা দেখিয়েছে, এবার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিরলস কাজের মাধ্যমে জনগণের এ বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার পালা। আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে। শনিবার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে রাজধানীর হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে আয়োজিত বিএনপির নির্বাচনোত্তর সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির সর্বস্তরের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, শত নির্যাতন-নিপীড়নের পরও আপনারা রাজপথ ছাড়েননি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অটুট-অনড় ছিলেন। এবার দেশ গড়ার পালা। দেশ পুনর্গঠনের এ যাত্রায় আমাদের প্রত্যেককে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।
জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ আসাদ)

নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতি : মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পড়াবেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ। শনিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান। রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন আওয়ামী লীগ আমলে নিয়োগ পাওয়া মো. সাহাবুদ্দিন। নতুন মন্ত্রিসভার শপথের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রস্তুতি আছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ কে পড়াবেন- জানতে চাইলে তিনি বলেন, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিই পড়াবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ আসাদ)

মন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠানে দাওয়াত পাবেন এক হাজার মানুষ

নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে শিগ্‌গির। নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানের কম-বেশি, দেশি-বিদেশি, এক হাজার অতিথিকে দাওয়াত দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশিদ। ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট। শিগ্‌গির নতুন সরকার গঠন হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ আসাদ)

২০০৮ সালের পর প্রথম 'বিশ্বাসযোগ্য ও প্রতিযোগিতামূলক' নির্বাচন : ইইউ পর্যবেক্ষণ মিশন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ২০০৮ সালের পর প্রথম 'বিশ্বাসযোগ্য ও প্রতিযোগিতামূলক' নির্বাচন এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত বলে উল্লেখ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন। তবে নারী প্রার্থীর স্বল্পতা, বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সহিংসতা, অনলাইনে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা এবং কিছু প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছে। শনিবার সকালে রাজধানীর হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান ইভার্স ইজাবস এ মূল্যায়ন তুলে ধরেন। ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, ২০০৮ সালের পর প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনটি ছিল সত্যিকারের প্রতিযোগিতামূলক এবং নবায়ন করা আইনি কাঠামোর অধীনে অনুষ্ঠিত। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে নির্বাচনটি অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং মৌলিক স্বাধীনতা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তবে স্থানীয়ভাবে কিছু রাজনৈতিক সহিংসতা এবং অনলাইন বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একইসঙ্গে নারীদের জন্য সীমিত রাজনৈতিক পরিসর তাদের অংশগ্রহণে বাধা তৈরি করেছে। ইভার্স ইজাবস জানান, নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও স্বচ্ছভাবে কাজ করেছে এবং অংশীজনদের আস্থা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। নির্বাচনি আইনি কাঠামো গণতান্ত্রিক নির্বাচন পরিচালনার জন্য উপযোগী হলেও আইনি নিশ্চয়তা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে আরও সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ আসাদ)

বাগেরহাটে বিএনপি-স্বতন্ত্র সমর্থকদের সংঘর্ষ, আহত যুবকের মৃত্যু

বাগেরহাটের কচুয়ায় নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় আহত স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক ওসমান সরদার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। এর আগে, শুক্রবার সন্ধ্যায় কচুয়া উপজেলার ধোপাখালী ইউনিয়নের ছিটাবাড়ি গ্রামে বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ওসমান সরদারসহ উভয়পক্ষের ১০জন আহত হয়। নিহত ওসমান সরদার বাগেরহাট সদর উপজেলার পাড়নওয়াপাড়া গ্রামের শাহজাহান সরদারের ছেলে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ আসাদ)

নাহিদ ইসলামকে প্রধান উপদেষ্টার বার্তা

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করায়, জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার এক বার্তায় নাহিদ ইসলামের উদ্দেশ্যে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনার নেতৃত্বে জাতীয় নাগরিক পার্টি যে সাহস, দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে, তা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই সাফল্য কেবল নির্বাচনি পরিসংখ্যানের বিষয় নয়, এটি তরুণ প্রজন্মের আত্মপ্রত্যয়, স্বপ্ন ও গণতান্ত্রিক চেতনার শক্তিশালী প্রকাশ। তিনি বলেন, "চব্বিশের সেই উত্তাল দিনগুলোর কথা আজও আমাদের স্মৃতিতে অম্লান। আপনার নেতৃত্ব, সাহসিকতা ও অদম্য মনোবল, সেই আন্দোলনকে সুশৃঙ্খল ও লক্ষ্যাভিমুখী করে তুলেছিল। আপনার সহযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও দৃঢ় অবস্থান জাতির হৃদয়ে গভীর কৃতজ্ঞতার অনুভূতি জাগ্রত করেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ আসাদ)

নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের ওপর কোনো আক্রমণ হয়নি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের ওপর কোনো নির্দিষ্ট আক্রমণ বা দমনের ঘটনা দেখা যায়নি বলে জানিয়েছে কমনওয়েলথ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল। শনিবার ঢাকার হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দলের চেয়ার ও ঘানার সাবেক প্রেসিডেন্ট নানা আকুফো-আডো। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পর্যবেক্ষক দলের কাছে কোনো সরাসরি রিপোর্ট পাওয়া যায়নি যে, কোনো সংখ্যালঘু গোষ্ঠী নির্বাচনের সময় আক্রান্ত হয়েছে। তবে, আমরা লক্ষ্য করেছি, কিছু অঞ্চলে সংখ্যালঘু ভোটার উপস্থিতির হার কম ছিল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভোটাররা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এটি আমাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তিনি বলেন, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল এবং স্বচ্ছভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এটি একটি গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হিসেবে বিবেচিত।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ আসাদ)

৩০ আসনে ভোট পুনর্গণনার দাবি জামায়াতের

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট মুয়াযযম হোসাইন হেলাল বলেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অন্তত ৩০টি আসনে ব্যাপক কারচুপি, জালিয়াতি ও অনিয়ম হয়েছে। এসব আসনের ভোট পুনর্গণনা এবং সংসদ সদস্যদের শপথ না পড়ানোর জন্য নির্বাচন কমিশনে (ইসি) লিখিত আবেদন করেছে জামায়াতে ইসলামী। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় মগবাজারে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য বলেন মুয়াযযম হোসাইন হেলাল। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ৩০টি আসনের ভোট কারচুপির অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। আগামীতে আরও তথ্য আসবে এবং সেগুলো গণমাধ্যমে জানানো হবে। সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা-৬ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ড. এম এ মান্নান অভিযোগ করে বলেন, আমার আসনে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে ভোট জালিয়াতি হয়েছে। আমি সেগুলো তুলে ধরেছি। ভোট গণনা শেষ হওয়ার আগেই একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ইশরাক হোসেনকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

শপথ নিতে শর্ত বেধে দিলেন স্বতন্ত্র এমপি

চাঁদপুরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ নতুন মাত্রা পেয়েছে। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য এম এ হান্নান ঘোষণা দেন, তার প্রিয় রাজনৈতিক দল (বিএনপি) আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন না। তিনি বলেন, ছাত্র জীবন থেকে শহিদ রাষ্ট্রপতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতি করে আসছেন ও দলীয় আদর্শের প্রতি তার অঙ্গীকার অটুট থাকবে। নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, ফরিদগঞ্জে একটি শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কারচুপির অভিযোগ 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন'। তিনি আরও অভিযোগ করেন, একটি 'জনবিচ্ছিন্ন চক্র' তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সহিংসতা উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। নেতা-কর্মীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না, এ ক্ষেত্রে তিনি 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে অনড় থাকবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

১১ দলীয় জোটের নেতা-কর্মীদের ওপর বিএনপির হামলার প্রতিবাদ ছাত্র শক্তির

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর, দেশব্যাপী ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের নেতা-কর্মীদের ওপর বিএনপির হামলার অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয় ছাত্র শক্তি। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মধুর ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবাদ জানায় সংগঠনটি। এসময় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সংসদ, ঢাকা মহানগর ও ঢাবি শাখার নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে ছাত্র শক্তির সভাপতি জাহিদ আহসান বলেন, "আমরা চেয়েছিলাম মানুষের রায়কে বিএনপি সম্মান দেখাবে, কিন্তু নির্বাচনের ২৪ ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই তারা পরিপূর্ণ অসম্মান ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে।" বিভিন্ন জায়গায় ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের নেতা-কর্মীদের ওপর আক্রমণের অভিযোগ তুলে জাহিদ জানান, বিএনপি কোথায় কোথায় সহিংসতা করছে, তার ডকুমেন্টেশন ছাত্র শক্তি করছে। ছাত্র শক্তি দেশের প্রতিটি মোড়ে ডকুমেন্টেশন করা বিএনপির সহিংসতা এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমের চিত্র প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

ফরমালি মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে বিদায় দেওয়া হয়েছে : ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

ফরমালি মন্ত্রণালয় থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। দেশ ছাড়ার গুঞ্জন বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জাগো নিউজকে একথা জানান। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাগো নিউজকে তিনি বলেন, "৯ ও ১০ তারিখে অফিস থেকে বিদায় নিয়েছি। ফরমালি মন্ত্রণালয় থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে।" দেশ ছেড়েছেন কি না সেটা স্পষ্ট না করলেও ফয়েজ আহমদ বলেন, আমি অল্প সময়ে জীবনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, এটুকু বলতে পারি। একটা শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রণালয়ে নতুন ব্যবস্থাপনা, নতুন প্রযুক্তি ও স্বচ্ছতা এনেছি। সবগুলো পুরোনো আইন ও পলিসি পরিবর্তন করতে পাগলের মতো খেটেছি। এগুলো ৫ বছরের কাজ।" তিনি বলেন, "আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলতে পারি, আমি ১ টাকাও দুর্নীতি করিনি। আমি বাই ভার্চু সৎ লোক। টাকা মারছি, এটা নিতে পারি না। মোবাইল ব্যবসায়ীরা, টেলিকম মাফিয়ারা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা করেছে। আমি তাদের কাছে মাথা নত করিনি। দ্রুত একটা চাকরি খুঁজবো। আমার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবো।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ মঙ্গলবার বিকেলে

আগামী মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে শপথ নেবেন নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা। এদিন বঙ্গভবনে তাদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বঙ্গভবনের একটি দায়িত্বশীল সূত্র এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে, সংসদ সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, একই দিন (মঙ্গলবার) সকালে সংসদ ভবনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠিত হবে। শপথ পড়াবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। একইসঙ্গে গণভোটও সম্পন্ন হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দায়িত্বে সিরাজ উদ্দিন মিয়া

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া। নিজ পদের অতিরিক্ত হিসেবে এ দায়িত্ব দিয়ে শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সিরাজ উদ্দিন মিয়াও চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগ পান। মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করেছে সরকার। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) তার চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আরেকটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদের নিয়োগ বাতিল

মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করেছে সরকার। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) তার চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০২৪ সালের ৮ অক্টোবর প্রজ্ঞাপন মূলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা শেখ আব্দুর রশীদের নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করা হলো। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে সাবেক আমলা শেখ আব্দুর রশীদকে চুক্তিভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব করেছিল। এরপর ২০২৪ সালের ৮ অক্টোবর তাকে ২ বছরের জন্য চুক্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী, তার চলতি বছরের ৭ অক্টোবর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আট মাস আগেই সরে যেতে হলো তাকে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

রোববার জামায়াত আমির ও নাহিদের বাসায় যাচ্ছেন তারেক রহমান

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের বাসায় যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টায় প্রথমে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় শফিকুর রহমানের বাসায় যাবেন তিনি। এরপর যাবেন বাড্ডায় নাহিদ ইসলামের বাসায়। বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সূত্র জানায়, বিএনপি যে

ইতিবাচক রাজনীতির সূচনা করতে চায়, এর অংশ হিসেবেই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রধানদের বাসায় সৌজন্য সাক্ষাতে যাচ্ছেন তারেক রহমান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

বাগেরহাটে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় দুই দিনে একজন নিহত, আহত ৯০

বাগেরহাটে নির্বাচন পরবর্তী দুইদিনে বিএনপি, জামায়াত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর একজন সমর্থক নিহত হয়েছেন। এছাড়া, আহত হয়েছেন অন্তত ৯০ জন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। জানা যায়, ভোটের আগে থেকেই বাগেরহাট সদর ও কচুয়া এলাকায় বিএনপি, জামায়াত ও বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। ভোট পরবর্তী সময়ে যা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। নির্বাচন পরবর্তী দুই দিনে জেলার বিভিন্ন উপজেলায় অন্তত ৩০টি সংঘাতে অন্তত ৯০ জন আহত হয়েছে। এছাড়া, সদর উপজেলার মান্দ্রা গ্রামে পাল্টাপাল্টি হামলায় বিএনপি ও জামায়াতের সমর্থকদের ১৪টি বসতবাড়ি ও শরণখোলা-মোরেলগঞ্জে ৬টি বসতবাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এসব ঘটনায় শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) ৬ জন ও শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দু-জনকে আটক করেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচন ও গণভোটের জন্য বাংলাদেশকে জাতিসংঘের অভিনন্দন

নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছে জাতিসংঘ। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) এক বার্তায় এই অভিনন্দন জানায় সংস্থাটি। পাশাপাশি, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করেছে তারা। বার্তায় উল্লেখ করা হয়, জাতিসংঘ মহাসচিব সব রাজনৈতিক অংশীজনকে আহ্বান জানিয়েছেন, এই গতি ধরে রেখে জাতীয় সংহতি জোরদার করতে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে, সবার মানবাধিকার পূর্ণভাবে নিশ্চিত করতে এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে। জাতিসংঘ আরও উল্লেখ করে, দেশ যখন রূপান্তরের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই সংস্কার কার্যক্রম অনুসরণ করছে, তখন সেই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

হামলা অব্যাহত থাকলে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো : ডাকসুর জিএস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিবারের ওপর হামলাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভিন্নমতের ভোটার ও সমর্থকদের ওপর নির্বাচনি সহিংসতা ও হামলা অব্যাহত থাকলে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদ। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টায় ডাকসু ভবনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান। দেশব্যাপী নির্বাচনি সহিংসতার প্রতিবাদে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ডাকসু। এতে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য দেন এবং বিভিন্ন ঘটনার অভিযোগ তুলে ধরেন ডাকসুর নেতারা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

নিজ হাতে নির্বাচনি ব্যানার-পোস্টার সরালেন জামায়াত আমির

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিজ নির্বাচনি এলাকা ঢাকা-১৫ (মিরপুর-কাফরুল) আসনের বিভিন্ন এলাকা থেকে পোস্টার, ব্যানার সরানোর উদ্যোগ নিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় জামায়াত আমির নিজ হাতে নির্বাচনি ব্যানার, পোস্টার ও ফেস্টুন অপসারণ করেন। একটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন, পরিকল্পিত ও আধুনিক এলাকা গড়ে তুলতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান জামায়াত আমির ডা. শফিকুর। এ সময় জামায়াত আমিরের সঙ্গে দলটির নির্বাহী পরিষদের সদস্য মোবারক হোসাইনসহ অন্য নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

রাজশাহীতে মসজিদে যাওয়ার সময় শ্রমিককে গুলি করে হত্যা

রাজশাহী মহানগরীতে মসজিদে যাওয়ার সময় দুর্বৃত্তদের গুলিতে মো. মোস্তফা (৫০) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ৮টার দিকে নগরীর খোঁজাপুর গোরস্তানের প্রাচীর সংলগ্ন সড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোস্তফা রাজশাহী নগরীর মতিহার থানার ডাঁশমারী গ্রামের বাসিন্দা। তার বাবার নাম তইমুর উদ্দিন। তিনি আটার মিলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। মহিতার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অবুল কালাম আজাদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচিত হওয়ার প্রথম দিন থেকে কার্যক্রম শুরু করেছি : জামায়াত আমির

নির্বাচিত হওয়ার প্রথম দিন থেকেই কার্যক্রম শুরু করেছেন বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, "বিজয় কোনো ব্যক্তি বা দলের একার নয়, বরং এটি আপনাদের সবার বিজয়। আপনাদের সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা একটি নিরাপদ, মানবিক ও সমৃদ্ধ মিরপুর-কাফরুল গড়ে তুলতে চাই। আমি নির্বাচিত হওয়ার প্রথম দিন থেকেই কার্যক্রম শুরু করেছি, যা শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, ইনশাল্লাহ।" শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া এক পোস্টে জামায়াত আমির

এসব কথা বলেন। শফিকুর রহমান জানান, তিনি তার নির্বাচনি এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়মিত বসতে, তাদের সমস্যা শুনতে ও তাদের পরামর্শ নিয়েই সব সমস্যার সমাধান করতে চান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

দেশ ও জনগণের স্বার্থই আমাদের কাছে প্রথম : তারেক রহমান

'বাংলাদেশের স্বার্থ ও জনগণের স্বার্থই আমাদের কাছে প্রথম'- এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর হোটেলে ইন্টার-কন্টিনেন্টালের বলরুমে আয়োজিত নির্বাচনোত্তর সংবাদ সম্মেলনে এক বিদেশি সাংবাদিকের করা প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনের আল-জাজিরা, বিবিসি, এবিসিসহ চীন, ভারত, পাকিস্তান, জাপান, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। একে একে সবার প্রশ্নের জবাব দেন বিএনপির চেয়ারম্যান। বিএনপি সরকারের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে করা সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তারেক রহমান বলেন, "বাংলাদেশের স্বার্থ, বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ আমাদের কাছে প্রথম। বাংলাদেশ এবং দেশের মানুষের স্বার্থ ঠিক রেখে আমরা আমাদের ফরেন পলিসি ডিসাইড করবো।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৪.০২.২০২৬ রিহাব)

BBC

CAN BANGLADESH'S NEW LEADER BRING CHANGE AFTER ELECTION LANDSLIDE?

Just over two years ago, when Sheikh Hasina won an election widely condemned as rigged in her favour, it was hard to imagine her 15-year grip on power being broken so suddenly, or that a rival party that had been virtually written off would make such a resounding comeback. But in the cycle of Bangladesh politics, this is one more flip-flop between Hasina's Awami League and the Bangladesh Nationalist Party (BNP), which have alternated holding power for decades. Except this is the first time that new BNP leader Tarique Rahman is formally leading the party - and the first time he's contested an election. His mother Khaled Zia, who died of an illness late last year, was the party's head for four decades. She took over after his father, Ziaur Rahman, the BNP founder and a key leader of Bangladesh's war for independence, was assassinated. Accused of benefitting from nepotism when his mother was in power, Tarique Rahman has also faced allegations of corruption. Five days before his mother died he returned to Bangladesh after 17 years of self-imposed exile in London. And while Rahman, 60, has on occasion been the de-facto chair of an emaciated BNP when his mother was jailed and more recently when she was ill, he's largely seen as an untested leader. "That he doesn't have prior experience probably works for him, because people are willing to give change a chance," says political scientist Navine Murshid. "They want to think that new, good things are actually possible. So there is a lot of hope." The party says its first priority is to bring democracy back to Bangladesh. "All the democratic institutions and financial institutions, which have been destroyed over the last decade, we have to first put those back in order," senior BNP leader Amir Khasru Mahmud Chowdhury told the BBC shortly after the election was called. Bangladesh has a long history of such promises being made and broken, with parties becoming increasingly authoritarian once they come to power. But this time, the country's young, who came out in the"July uprising" of 2024 that ousted Hasina, appear less tolerant of accepting more of the same. "We don't want to fight again," says Tazin Ahmed, a 19-year-old who participated in the uprising. "The stepping down of the previous prime minister was not the victory. When our country runs smoothly without any corruption, and the economy becomes good, that will be our main victory." Her cousin Tahmina Tasnim, 21, says: "The first thing we want is unity among the people. We have the right to a stable nation and a stable economy. We have been part of an uprising and we know how to fight back. So if the same things start again, we will have the right to do it again." Since Hasina was ousted, violence has marred the tenure of Bangladesh's interim leader Muhammad Yunus. Getting a grip on law and order will need to be a key priority for the new government. Reviving the economy, reducing food prices and creating jobs for Bangladesh's large young population are other massive challenges. Sociologist Samina Luthfa says the lack of experience of running a government affects all parties. For the Islamist Jamaat-e-Islami, which has been banned twice in Bangladesh's history, including under Hasina, this is its first time winning a sizeable number of seats. Its alliance partner, the National Citizens Party (NCP), formed by some of the students who led the uprising, has won six seats in its debut performance. "We are going to see leaders in the parliament who have never been to the parliament before," Luthfa says. "NCP youngsters have a lot to learn. The others are seasoned politicians but they do not have the experience of running the country. So it's going to be an uphill task." Jamaat's manifesto was secular and development-focused, making no mention of Islamic law. But its website reads: "Jamaat performs in political arena because Islamic law can't be implemented without political force", which has always led to questions about what the party would do if it ever came to power. Murshid says Jamaat's performance in this election is unsurprising. "Jamaat is a very organized political party. For the last several decades, they have worked relentlessly at the grassroots level," she says. "I think that has to be recognized but, of course, the problematic part is that they are inherently anti-democratic, misogynistic and patriarchal." Luthfa says all parties have let the women of Bangladesh down. Just over 4% of candidates were women. "We the women who were part of the July uprising - all political parties have failed to translate our collective agency into a more formal political, electoral arena," she says. "Parliament members now need to make haste so that they can bring in skilled, honest and

deserving candidates to the seats reserved for women in parliament." Of the 350 seats in Bangladesh's parliament, 300 are elected and the remaining 50 are reserved for women who are nominated by political parties in proportion to their electoral performance. While this election was starkly different from the past few polls under Hasina - being genuinely competitive, with the outcome not known before polling began - the barring of her party from the election has cast a shadow over its credibility. Given its claims of reviving democracy, when asked if it would support bringing the Awami League back into the political fold, senior BNP leader Chowdhury said: "It is not for us to decide. For the Awami League to come back to the electoral process in Bangladesh, it's going to take a while, because their credibility is in question. When you are accused of killing your own people, of atrocities, persecution, then the people will decide where they fit in the future of Bangladesh politics." From her exile in India, Hasina has termed Thursday's poll an "election of deception and farce" and has called for a fresh election in which the Awami League is allowed to participate. At the moment, public anger against her party is intense, but given Bangladesh's political history, it would be premature to write off the Awami League forever. (BBC News Web Page: 14/02/26, FARUK)

EUROPE MUST BE READY TO FIGHT, PM TELLS MUNICH SECURITY CONFERENCE

Europe must be ready to fight to protect its people, values, and way of life, Prime Minister Sir Keir Starmer told world leaders on Saturday. Speaking at the Munich Security Conference, Starmer also called for deeper links and cooperation, including economic ties, between the UK and EU. The PM stressed the continent must "stand on its own two feet" when it comes to defence commitments. During his speech, Starmer also said the UK would deploy its carrier strike group to the Arctic and High North as part of efforts to bolster security against Russian threats. (BBC News Web Page: 14/02/26, FARUK)

TWO BRITONS AMONG THREE DEAD IN FRENCH ALPS AVALANCHE

Two Britons and one French person have died in an avalanche in the French Alps on Friday. The British pair were part of a group of five people skiing off-piste with an instructor in the Manchet valley, near Val d'Isere, a spokeswoman for the resort told the BBC. The French national was skiing alone when the avalanche struck at 11:30 local time, Albertville prosecutor Benoit Bachelet said in a statement announcing the deaths. Another British person has minor injuries, he added. (BBC News Web Page: 14/02/26, FARUK)

SUDANESE CITY HAD 6,000 KILLED IN THREE DAYS: UN

More than 6,000 people were killed in just three days when Sudan's paramilitary Rapid Support Forces (RSF) seized the city of el-Fasher last year, according to victims and witnesses cited in a UN report. "It was like a scene out of a horror movie," recalled one person, who saw bodies thrown into the air as RSF fighters opened fire on 1,000 people sheltering in a university building last October. The report cites evidence of mass killings, summary executions, torture, abductions and sexual violence against civilians. These amount to war crimes and possible crimes against humanity, it says. The RSF has not commented on the report but has denied previous such accusations.
(BBC News Web Page: 14/02/26, FARUK)

:: THE END ::